সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৭
WEEKLY BOOKLET:317

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
কিতাব "নেকীর দাওয়াত"র একটি অংশ

মিউজিক কি রূহের খোরাক?

- গায়ক কিভাবে মুহাদ্দিস হলো?
- দাতার দরবারে দয়াই দয়া
- মাদানী বাহারের মাধ্যমে মাদানী বাহার
- নাচকে জায়িয বলা কেমন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়গুলো "নেকীর দাওয়াত" কিতাবের ৪৭২-৪৮৮ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহিত হয়েছে

মিউজিক কি রূহের খোরাক?

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ ১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই রিসালাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে গান বাজনা ও সিনেমা নাটক দেখা থেকে হেফাযত করো আর যিকির ও তিলাওয়াত করার ও নাতে রাসূল পাঠ করার ও শোনার তাওফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহকে আমার উপর দরূদে পাক পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত করো কেননা তোমাদের আমার উপর দরূদে পাক পাঠ কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।" (জামে সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গায়ক কিভাবে মুহাদ্দিস হলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কাউকে অসৎকাজে লিপ্ত দেখে সহানুভূতিশীল মনে তার সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হতেন, এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ

www.dawateislami.net

ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র একক প্রচেষ্টার **অনন্য ঘটনা** লক্ষ্য করুন আর দেখুন কিভাবে তিনি এক গায়ককে নিজের কারামতের দৃষ্টি দিয়ে নিজের সমসাময়িক যুগের মহান মুহাদ্দিস ও ইমাম বানিয়ে দিলেন।

যেমনটি; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন কুফার নিকটবর্তী কোন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, একটি ঘরের পাশে **জাযান** নামের এক প্রসিদ্ধ গায়ক খুবই সুমধুর কণ্ঠে গান পরিবেশন করছিলো আর কিছু ভবঘুরে লোক মদের নেশায় মাতাল হয়ে গানের সুরে সুরে দুলছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: কত সুন্দর কণ্ঠ! যদি এই কণ্ঠ কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের জন্য ব্যবহৃত হতো, তবে বিষয়টা অন্য রকম হতো! এ কথা বলে নিজের চাদর মুবারক সেই গায়কের (SINGER) মাথার উপর ঢেকে দিলেন আর সেখান থেকে চলে গেলেন। **জাযান** মানুষকে জিজ্ঞাসা করলো: এই ভদ্রলোক কে ছিলেন? লোকেরা বললো: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। জিজ্ঞাসা করলো: তিনি কি বললেন? বললো: তিনি বলছিলেন; কত সুন্দর কণ্ঠ! যদি এই কণ্ঠ কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের জন্য ব্যবহার হতো, তবে বিষয়টা অন্য রকম হতো! এ কথা শুনে তার ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, সে দাঁড়িয়ে গেলো আর দাঁড়িয়ে সে তার বাদ্যযন্ত্র জোরে মাটিতে আছাড় মারলো, বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো, অতঃপর কাঁদতে কাঁদতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র খিদমতে উপস্থিত হয়ে গেলো, তিনি তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনিও কাঁদতে লাগলেন, অতঃপর তিনি বললেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক**কে ভালবাসলো, আমি কেনো তাকে ভালবাসবো না! **জাযান** গান

www.dawateislami.net

বাজনা থেকে তাওবা করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র সাহচর্য গ্রহণ করে নিলো এবং কুরআন পাকের শিক্ষা অর্জন করলো আর এতবেশি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করলো যে, অনেক বড় ইমাম হয়ে গেলো।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৭০০, ২১৯৯ নং হাদীসের পাদটিকা। গুনিয়াতুত তালেবীন, ১/২৬৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নিগাহে সাহাবী মে তাসির দেখি
বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র প্রিয় সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র দৃষ্টি যখন একজন গায়কের (SINGER) উপর পড়ে গেলো, তখন তাকে ইমামের মর্যাদায় সমাসীন করে দিলেন! যেখানে সাহাবী عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان 'র দৃষ্টির এমন প্রভাব, তবে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র দৃষ্টির কি অবস্থা হবে!

চাহে তো ইশারোঁ সে আপনে কায়া হি পলট দেয় দুনিয়া কি
ইয়ে শান হে খেদমতগারোঁ কি সরকার কা আ'লম কিয়া হোগা!

তাছাড়া উক্ত ঈমান সতেজকারী ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো যে, গান বাজনা খুবই মন্দ বিষয়, যদি এটি ভালো বিষয় হতো বা مَعَاذَ اللّٰہ **আত্মার খোরাক** হতো, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **জাযানের** প্রতি "প্রভাবময় একক প্রচেষ্টা" করার পরিবর্তে তার প্রশংসা করতেন।! مَعَاذَ اللّٰہ

www.dawateislami.net

গান-বাজনার নিন্দা সম্বলিত চারটি বর্ণনা

নেকীর দাওয়াতের সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে সঙ্গীতের নিন্দা সম্বলিত কিছু **মাদানী ফুল** উপস্থাপন করছি, এতে সৌভাগ্যবানরা বুঝে নিবে যে, কখনোই এটা আত্মার খোরাক নয় বরং এতে রূহানিয়্যত নষ্ট হয়ে যায়: ﴾১﴿ দু'টি আওয়াজের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ রয়েছে; (১) নিয়ামতের সময় বাজনা বাজানো (২) বিপদের সময় চিৎকার করা। (আল কামিল ফি দুয়াফায়ির রিজাল লি ইবনে আদী, ৭/২৯৯) ﴾২﴿ হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه উদ্ধৃতি করেন: গান বাজনা থেকে নিজেকে বাঁচাও, কেননা এটি কামভাবে উদ্বুদ্ধ করে এবং আত্মসম্মানবোধকে ধ্বংস করে দেয় আর এটি হলো মদের স্থলাভিষিক্ত, এতে নেশার মতো প্রভাব রয়েছে। (তাফসীরে দুররে মনছুর, ৬/৫০৬। শুয়াবুল ঈমান, ৪/২৮০, হাদীস: ৫১০৮) ﴾৩﴿ যে ব্যক্তি গায়িকার পাশে বসে, কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনে, তবে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার কানে সীসা ঢেলে দিবেন। (ইবনে আসাকির, ৫১/২৬৩) ﴾৪﴿ গান ও কৌতুক অন্তরে এমনভাবে (নিফাক) কপটতা সৃষ্টি করে, যেমনিভাবে পানি উদ্ভিদ জন্ম দেয়। শপথ ঐ মহান সত্তার, যাঁর কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ! নিঃসন্দেহে কুরআন ও **আল্লাহ**র যিকির অবশ্যই অন্তরে এমনভাবে ঈমানকে জাগিয়ে তুলে, যেমনিভাবে পানি সবুজ ঘাস জন্ম দেয়। (আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৩/১১৫, হাদীস: ৪৩১৯)

গান প্রেমিকের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে মিউজিক মুসলমানের শিরা-উপশিরায় মিশে গেছে, প্রায় সবকিছুতেই মিউজিক ভর করেছে। কার হোক বা উড়োজাহাজ, ট্রাক হোক বা বাস, টেক্সি হোক বা সিএনজি,

www.dawateislami.net

গাধার গাড়ি হোক বা গরুর গাড়ি, ঘর হোক বা দোকান, কারখানা হোক বা গুদাম, হোটেল হোক বা পানের দোকান, শালকর হোক বা সেলুন, প্রায় সব জায়গাতেই গানের সুর শোনা যায়। শিশুদের ঘুমই ভাঙ্গে মিউজিকের সুরে, বেচারাদের দোলনার উপর খেলনা ঝুলিয়ে দেয়া হয়, যা তাদের মিউজিক শোনায় আর ঘুম পাড়ায়, (হয়তো এ কারণেই কিছু বদনসীব মাথার পাশে গান চালিয়ে দেয়, তবেই তাদের ঘুম আসে) খেলনার পুতুল হোক বা ভালুক, রেল গাড়ি হোক বা উড়োজাহাজ সবগুলোতেই মিউজিক, এমনকি শিশুদের জুতায়ও মিউজিক বাজে! অতঃপর এই শিশু যদি বেঁচে থাকে, তবে বড় হয়ে মিউজিক থেকে কিভাবে বাঁচবে? আসুন! এক "বড় শিশু"র শিক্ষামূলক গল্প শুনি: মাদানী চ্যানেলে "মিউজিক" শীর্ষক হওয়া "আলোচনা অনুষ্ঠানে" সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ শুনলাম যে, ভারত থেকে আসা এক মেইলে (Mail) বলা হলো যে, এক যুবক কানে হেডফোন লাগিয়ে মিউজিক্যাল টোন ও গানের সুরে বিভোর হয়ে পথ চলছিলো, তার হুঁশই ছিলো না যে, সে যাবে কোথায়! হাঁটতে হাঁটতে সে রেল লাইনে উঠে গেলো, হঠাৎ রেল এলো আর তাকে পিষ্ট করে চলে গেলো।

জাহাঁ মে হে ইবরত কে হার সু নমুনে
মগর তুঝ কো আন্ধা কিয়া রঙ ও বু'নে
কভি গউর সে ভি ইয়ে দেখা হে তুনে
জু আ'বাদ থে উহ মহল আব হে সু'নে
জাগা জি লাগানে কি দুনিয়া নেহি হে
ইয়ে ইবরত কি জাঁ হে তামাশা নেহি হে

www.dawateislami.net

লাশের স্তূপ

মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ ও পরিচিতি হানাফী বুযুর্গ, আরিফ বিল্লাহ হযরত দাতা আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনার সারমর্ম হলো: **আল্লাহ পাক** হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে খুবই সুমধুর কণ্ঠ দান করেছিলেন, তাঁর সুমধুর কণ্ঠে পাহাড় বিভোর হয়ে যেতো, পাখিরা উড়তে উড়তে পড়ে যেতো, পশু-পাখির আওয়াজ শুনে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসতো, গাছপালা দুলতে থাকতো, প্রবাহমান পানি থেমে যেতো, জঙ্গলী পশুরা মাসের পর মাস খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিতো, ছোট্ট শিশুরা কান্না করা ও দুধ চাওয়া ছেড়ে দিতো, তাঁর হৃদয়হরণ করা কণ্ঠের প্রভাবে অনেক সময় মানুষের রূহ উড়ে যেতো। একবার তাঁর হৃদয়কাড়া কণ্ঠ শুনে ১০০ জন মহিলা মারা গেলো। শয়তান তাঁর **নেকীর দাওয়াতে**র এই ধরনে খুবই চিন্তিত ছিলো। অবশেষে সে বাঁশি ও তানপুরা বানালো এবং খুবই বাজালো ও গাইলো। এবার মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলো, যারা সৌভাগ্যবান ছিলো হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর হৃদয়কাড়া কণ্ঠের প্রেমিক হলো আর যারা পথভ্রষ্ট ছিলো তারা শয়তানের ষড়যন্ত্র ও গানের প্রতি আগ্রহী হয়ে গেলো। (কাশফুল মাহজুব, ৪৫৭ পৃষ্ঠা) আসলেই গান শয়তানেরই আবিষ্কার। যেমনটি; **"তাফসীরাতে আহমদিয়া"** এর এই বর্ণনায়ও এর সত্যায়ন হয় যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শয়তান সর্বপ্রথম বিলাপ করলো আর গান গাইলো।"

(তাফসীরাতে আহমদিয়া, ৬০১ পৃষ্ঠা। আল ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ১/২৭, হাদীস: ৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, গান বাজনার আবিষ্কারক হলো অভিশপ্ত শয়তান আর গান বাজনা শোনা ও শোনানো হলো

www.dawateislami.net

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা এবং মুসলমানকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে নিষেধ করা রয়েছে। যেমনটি; দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুদিত গ্রন্থ "খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান" 'র ৬৯ পৃষ্ঠায় **আল্লাহ পাক** ২য় পারা সূরা বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

(সূরা বাকারা, আয়াত ২০৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করে। আর শয়তানের পদাঙ্ক গুলোর উপর চলো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ফিলম বিঁ কি আঁখ মে মাহশর মে আগ হায়! ভর জায়েগি তু ফিলমো সে ভাগ
ব্যান্ড বাজোঁ সে তু কোসো দূর ভাগ ওয়ারনা দোযখ কি তুঝে খায়ে গি আগ
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৭, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসলেই কি মিউজিক আত্মার খোরাক?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন বর্ণনা ও ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো, গান বাজনা ও মিউজিক কখনোই আত্মার খোরাক নয় বরং এতে রূহানিয়াত ধ্বংস হয়ে যায়। আত্মার খোরাক তো **আল্লাহ**র যিকির, যেমনটি; ১৩তম পারা সূরা রা'আদের ২৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾
(পারা ১৩, সূরা রা'আদ, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ শুনে নাও, **আল্লাহ**র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে।

আত্মার খোরাক হলো নামায, কেননা এটা **আল্লাহ**র যিকির। অতএব ১৬তম পারা সূরা ত্ব'হা এর ১৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ ﴿۱۴﴾
(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর আমার স্মরণার্থে আর নামায কায়েম রাখো।

গান বাজনা এবং মিউজিক এটা তো আত্মাকে নষ্ট করে দেয়, নামায ও ইবাদতের স্বাদকে ধ্বংস করে দেয়, লজ্জা ও শ্লীলতাকে হত্যা করে দেয়, মুসলমান নারীদেরকে অশ্লীলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, নিঃসন্দেহে একে "আত্মার খোরাক" বলা শয়তানী ও ষড়যন্ত্র মূলক শ্লোগান। বর্তমানে গায়ক, বাদক ও নৃত্যশিল্পীদের মুর্খ মুসলমানদের মাঝে সম্মানের স্থান দেয়া হচ্ছে আর এদেরকে অভিনেতা, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, পপ সিঙ্গার এবং কমেডিয়ান ইত্যাদি নামে ভূষিত করা হচ্ছে, তবে এদের মূল উপাধি হলো গায়ক, নর্তকী, ডোম ইত্যাদি। বর্তমানে যাদেরকে মানুষ "কমেডিয়ান" বলছে আর مَعَاذَ الله সম্মানের দৃষ্টিতে দেখছে, তাদের আসল নাম হলো; নকলবাজ, টাট্টুকার, সোয়াইঙ্গা, বহুরূপী ও ভন্ড!

গায়ক ও কম্যাডিয়ানদের খেদমতে মাদানী আবেদন

সকল মুসলিম গায়ক ও কমেডিয়ানদের খেদমতে প্রবল দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাদানী আবেদন করছি যে, এই হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিন। যদি এ কাজে কিছু

www.dawateislami.net

উপার্জনও করে থাকেন, তবে মনে রাখবেন! এটা হারাম রোজগার, আপনারা ততটুকুই খাবেন, যতটুকু পেটে ধরবে, ততটুকুই পরিধান করবেন, যতটুকু আপনার শরীরের সাইজ, অবশিষ্ট সবই পরিবারের অন্য সদস্যরা ব্যবহার করবে আর আখিরাতে জবাবদিহিতা আপনারই হবে। মনকে বড় করুন আর গান বাজনা বা কমেডি করে যার যার থেকে যা যা উপার্জন করেছেন তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিন, তারা যদি বেঁচে না থাকে তবে তাদের ওয়ারিশকে দিয়ে দিন, যাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না বা যাদের কথা মনেই নেই, তাদের টাকাগুলো কোন শরয়ী ফকিরকে দিয়ে দিন। যদিও এরূপ করা নিজের জন্য কঠিন হবে কিন্তু এ কথা কেনো ভুলে গেলেন যে, সর্বাবস্থায় মরতে হবে এবং কবরে যেতে হবে আর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে, হারামের মাধ্যমে অর্জিত টাকা ফিরিয়ে না দিলে এবং তা যদি কবরে সাপ বিচ্ছু হয়ে শরীরে জড়িয়ে যায় তখন কি করবেন!

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগি কড়ি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৬৭, ২৬৯ পৃষ্ঠা)

নৃত্য প্রশিক্ষকের তাওবা

কওরঙ্গির (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: সম্ভবত ১৯৯২ সালের কথা, আমি তখন গুলিস্তানে জাওহারে বসবাস করতাম। ছোটবেলা থেকেই টিভিতে সিনেমা নাটক দেখার ঘৃণ্য অভ্যাস আমাকে নৃত্যের প্রতি আগ্রহী বানিয়ে দিলো, এমনকি আমি নৃত্য প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করলাম এবং পুরস্কারও অর্জন করি। যখন আমার ছবি খবরের কাগজে ছাপানো হলো তখন পরিবার

www.dawateislami.net

থেকে অনেক উৎসাহ পেলাম, আমি "আনন্দে আত্মহারা" হয়ে গেলাম আর নাচ শেখার জন্য নৃত্য একাডেমিতে ভর্তি হয়ে গেলাম এবং এই ঘৃণ্য আর্টে এতো দক্ষতা অর্জন করলাম যে, "নাচের প্রশিক্ষক" হয়ে গেলাম। আমি ফ্রান্স ও থাইল্যান্ড ইত্যাদিতে সফর করলাম এবং ভারত থেকে "ক্লাসিক্যাল কত্থক ড্যান্স"ও শিকলাম। এবার আমি এমন স্থানে পৌঁছে গেলাম যে, নামকরা নায়ক-নায়িকারাও আমার কাছে নাচ শিখতে আসতো। এই অশ্লীল পরিবেশে আমি এমন অনেক যুবতীকেও পেয়েছি, যারা উন্নত মানের নাচ শেখার আশায় "যে কোন কিছু" করতেও প্রস্তুত ছিলো।

আমার দরূদ সালামের প্রতি ভালোবাসা ছিলো

এমন সময় আমার আম্মার ইন্তিকালও হলো কিন্তু তবুও আমার চোখ খুললো না। তবে আমার হেদায়তের কারণ দরূদ সালামের প্রতি ভালোবাসা ছিলো। সম্ভবত এপ্রিল ২০০৫ সালে একটি ড্যান্স প্রোগ্রামের জন্য আমাকে মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে যেতে হলো। হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র নূরানী মাজারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে দরূদ শরীফ পড়ে ইছালে সাওয়াব করলাম।

মরহুম পিতামাতা আগুনের মাঝে ছিলেন

নৃত্য করে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন রাতে ঘুমাতে গেলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মরহুম পিতামাতা জ্বলন্ত আগুনের ভেতর আর আমাকে দেখে চিৎকার করে করে কিছুটা এরূপ বলছিলেন: "আমরা তোমাকে ইসলামী শিক্ষা দেয়াতে অলসতা করেছি, হায়! আমাদের

www.dawateislami.net

দূর্ভাগ্য! তুমি ড্যান্সার ও মদ্যপায়ী হয়ে গেলে! এখন তোমারই কারণে আগুন আমাদেরকে জ্বালাচ্ছে, তুমি তাওবা করে নাও, যাতে তুমিও এর থেকে বেঁচে যাও আর আমরাও বাঁচি।" আমি স্বপ্নে কান্না করতে লাগলাম এবং আমার চোখ খুলে গেলো আর আমি অনেকক্ষণ যাবৎ কাঁদতে রইলাম।

দাতার দরবারে দয়াই দয়া

অতঃপর আমি **হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নূরানী মাযারে উপস্থিত হলাম, কদমের দিকে বসে কেঁদে কেঁদে দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নিকট আবদেন করলাম: "**হে দাতা!** এখন আপনিই আমার কোন ব্যবস্থা করুন!" এরই মধ্যে কেউ আমার কাঁধে হাত রাখলো, মাথা তুলে দেখলাম সাদা পোশাক ও মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিহিত এক ভদ্রলোক, যে কিনা মিষ্ঠ ভাষায় বলছিলো: বৎস! মৃত্যু যেকোন সময় আসতে পারে, দ্রুত গুনাহ থেকে তাওবা করে নাও। জিজ্ঞাসা করলাম: আমি কোথায় যাবো? মুচকি হেসে বলতে লাগলেন: "বাবুল মদীনা করাচী চলে এসো।" এ কথা বলেই হঠাৎ আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো! এটা আমার জাগ্রত অবস্থার ঘটনা।

আমি যখন মাদানী কাফেলায় সফর করলাম...

আমি বাবুল মদীনা করাচী পৌঁছলাম আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলো, তখন তাঁর ইনফিরাদি কৌশিশে আমি সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা**য় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলাম। যখন আমীরে কাফেলা শিখা

www.dawateislami.net

শিখানোর হালকায় **গোসলের পদ্ধতি** শেখালো, তখন আমার কলিজাটা যেনো উতলে বের হয়ে আসতে চাইলো যে, **হে আল্লাহ পাক!** আমি তো নাপাক অবস্থায় রয়েছি, দ্রুত মসজিদের বাইরে চলে এলাম এবং তখনই গোসল করে নিলাম। মাদানী কাফেলায় শিখানো নিয়ম অনুযায়ী আমি রাত্রে **সালাতুত তাওবার** নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন দেখলাম

আমি স্বপ্নে দেখলাম, মরহুমা আম্মা চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নামায আদায় করছেন, সালাম ফেরানোর পরে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি কাঁদতে লাগলাম, আম্মাজান বললেন: এখন আমি খুবই আনন্দিত, এসো! নামায পড়ি, নামায শেষে আমি আব্বাজানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি একদিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি সেদিকে যেতে লাগলাম, যেতে যেতে একটি অনেক বড় ময়দানে পৌঁছে গেলাম, মাঝখানে আয়নার একটি কক্ষ ছিলো, অনেক লোক সেই কক্ষে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি সহজেই ভেতরে প্রবেশ করতে পারলাম, সেখানে পাঁচজন বুযুর্গ ছিলো, একজন বুযুর্গ যিনি মাঝখানে কিছুটা উঁচু জায়গায় অবস্থান করছিলেন, তাঁর চেহারায় এতো নূর ছিলো যে, তাকানোই যাচ্ছিলো না। আমি সেই বুযুর্গুদের জিজ্ঞাসা করলাম: আমার আব্বাজান কোথায়? তখন একজন বুযুর্গ কক্ষের পেছনের অংশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সেখানে গেলাম, তখন শ্রদ্ধেয় আব্বাজান অন্ধকারে বসে অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন। আমি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর দিলেন: প্রত্যেকেই এই বুযুর্গুদের উপহার দিচ্ছে, কিন্তু আমি কি উপস্থাপন করবো,

www.dawateislami.net

তুমি তো আমার জন্য কিছুই পাঠাও না! হঠাৎ আমার হাতে একটি নূরের ট্রে এসে গেলো, আমি আব্বাজানকে তা দিয়ে দিলাম, আব্বাজান আমাকে সাথে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং নূরানী চেহারার বুযুর্গদের খেদমতে সেই নূরানী ট্রে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম, **তখনই আমার মনে খেয়াল এলো যে, এই নূরানী চেহারার বুযুর্গ অবশ্যই আমার নূরওয়ালা নবী মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ছিলেন।** অতঃপর আমার চোখ খুলে গেলো। দেখলাম আমার শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। এই ঈমান সতেজকারী স্বপ্ন দেখার পর আমি অতীতের সকল গুনাহ থেকে সত্যিকারভাবে তাওবা করলাম আর আমীরে কাফেলার হাতে **আমার মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলাম এবং দাঁড়ি শরীফ বৃদ্ধি করার নিয়্যতও করে নিলাম।**

লৌহদণ্ড আমার বাহু বিদির্ণ করে দিলো!

যেহেতু মাদানী কাফেলায় সফরের পূর্বে আমি এক ম্যাডামের কাজ করতাম, যে ড্যান্স শোজ অনেক বড় একজন অর্গানাইজার (আয়োজক) ছিলো, সে আমাকে খাওয়া-দাওয়া ও যাতায়াত ইত্যাদি অনেক সুবিধা দিয়েছিলো, সে যখন জানতে পারলো তখন আমার বাড়ি চলে এলো এবং আমাকে গালাগাল করতে লাগলো আর আমার পাগড়ী পর্যন্ত মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে মারলো! যখন আমি তার ধমকে কাবু হলাম না তখন আবারো সে সাথে গুন্ডা নিয়ে এলো, যারা আমাকে খুবই মারধর করলো, এক পর্যায়ে একটি লোহার একটি দণ্ড আমার বাহুতে বিদির্ণ করে আমাকে মারাত্মক আহত করে দিলো, আমি প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম এবং এক ইসলামী ভাইয়ের নিকট আশ্রয় নিলাম, তিনি আমার

www.dawateislami.net

চিকিৎসা করালেন এবং অনেক সাহায্য সহযোগিতাও করলেন। **আল্লাহ পাক** তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমি মাদানী মারকাযে বিভিন্ন কোর্স করেছি

কিছুদিন পর আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে ৬৩ দিনের **মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স** এবং ৪১ দিনের **মাদানী কাফেলা কোর্স** করার সৌভাগ্য পেলাম। অতঃপর আমি **ইমামত কোর্সে**ও ভর্তি হলাম, কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে দিলাম।

আমার প্যান্ট-শার্ট পরিহিতা মডার্ন স্ত্রী

আমার পরিবারের অধিকাংশই ইংল্যান্ডে বসবাস করতো, **দ্বীনি পরিবেশে** সম্পৃক্ততার পূর্বেই বংশেরই এক প্যান্ট-শার্ট পরিধানকারীনি মডার্ন মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিলো। সে যখন আমার তাওবা করার ব্যাপারে জানতে পারলো তখন রাগান্বিত হলো, দাঁড়ি কাটতে বললো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি তাওবায় অটল রইলাম, যার ফলে সে কোর্টের মাধ্যমে আমার কাছ থেকে তালাক নিয়ে নিলো। এই ঘটনার কারণে আমার আপন ভাই বোনেরাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো। আমার পিতামাতা তো দুনিয়াতেই ছিলেন না, এভাবে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। এখন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালারাই আমার আত্মীয়-স্বজন এবং সবকিছু হয়ে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামী ভাইয়েরা এতো ভালোবাসা দিলো যে, আমি আপনজনদের বিচ্ছেদের বেদনাই ভুলে গেলাম।

www.dawateislami.net

মাদানী মারকাযে ইতিকাফ করাতে রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেলো

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযানুল মুবারকে (১৪২৬ হিজরি - ২০০৫ সাল) আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, একদিন বয়ানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ আমার ব্যাপারে **মাদানী বাহার** শুনালো, তো এক ইসলামী ভাইয়ের আমার প্রতি খুবই সহানুভূতি সৃষ্টি হলো আর তিনি ঈদুল ফিতরের প্রায় এক সাপ্তাহ পর আমাকে সিটি গভর্ণম্যান্টের একটি চাকরিতে লাগিয়ে দিলেন, অতঃপর দ্বীনি পরিবেশে আমার বিবাহও হয়ে গেলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই লেখাটি লেখার সময় আমি ডিভিশন পর্যায়ে "চিকিৎসক মজলিস" ও "খেলোয়াড় মজলিস" 'র সদস্য হিসেবে আমার সুন্নাতে ভরা সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর উন্নতির লক্ষ্যে নিবেদিত রয়েছি। اِنْ شَآءَ الله এই বছর (অর্থাৎ ২০১১ সালেই) পুনরায় ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করার পূর্ণ নিয়্যত রয়েছে।

মাদানী বাহারের মাধ্যমে মাদানী বাহার

আমার এই মাদানী বাহারটি বিশ্বের একমাত্র সত্যিকার ইসলামী চ্যানেল "মাদানী চ্যানেলে"ও প্রদর্শিত হয়েছে, তো আমার নিকট হায়দারাবাদের এক ইসলামী ভাইয়ের ফোন এলো যে, এখানে এক বদ মাযহাব আপনার মাদানী বাহার দেখে খুবই অভিভূত হয়েছে এবং আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চায়, আপনি যদি তাকে বুঝান, তবে আশা করা যায় যে, সে তাওবা করে নিবে, আমি একক প্রচেষ্টার নিয়্যতে হায়দারাবাদে পৌঁছে গেলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সেই বদ মাযহাব শুধু নিজে তার বদ

www.dawateislami.net

আকিদা থেকে তাওবা করলো না বরং তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরাই তাওবা করলো এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুরিদ হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** আমাকে এবং আমার বংশধরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে অটলতা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গির পড় কে ইহাঁ পৌঁহছা, মার মার কে ইসে পায়া
ছোটে না ইলাহী! আব সাঙ্গে দরে জানা না।

(সামানে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উল্লেখিত এই মাদানী বাহার সম্পর্কিত মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই "মাদানী বাহারে" আমরা অসংখ্য **মাদানী ফুল** খুঁজে পাই। যেমন; ﴾১﴿ ঘরে যদি টিভিতে সিনেমা নাটক ও গান-বাজনা চলতে থাকে তবে তা নিজের ও সন্তানদের চরিত্র ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনটি; "শিশুটি" সিনেমা দেখে দেখে "নাচের প্রশিক্ষক" হয়ে গেলো! ﴾২﴿ **দরূদ শরীফে**র প্রতি ভালবাসাও গুনাহেভরা জীবন থেকে পরিত্রাণের কারণ হয়ে থাকে। যেমনটি; সাবেক নাচের প্রশিক্ষকের বেলায় হয়েছে। ﴾৩﴿ বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن প্রতি ইছালে সাওয়াব করা হেদায়তের মাধ্যম হতে পারে। যেমনটি; মাদানী বাহারের যুবকটি দরূদ শরীফ পড়ে **হুযুর দাতা সাহেব** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে **ইছালে সাওয়াব** করলো, তখনই হেদায়তের পথ খুলতে শুরু হলো। ﴾৪﴿ সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা না দেয়া ও সামর্থ্য থাকার পরও তাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত না রাখাও আযাবের কারণ হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

যেমনটি; "মাদানী বাহারের যুবক" নিজের মৃত পিতামাতাকে স্বপ্নে আগুনের মাঝখানে দেখলো এবং পিতামাতা নিজেদের আযাবের কারণ হিসেবে সন্তানের নৃত্যশিল্পী ও মদ্যপায়ী হওয়াকে উল্লেখ করেছেন। **আল্লাহ পাক** ২৮তম পারার সূরা তাহরীমের ৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর।

পরিবারকে দোযখ থেকে কিভাবে বাঁচাবে?

এই আয়াতে করীমার আলোকে খাযায়িনুল ইরফানে রয়েছে: **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আনুগত্য স্বীকার করে, ইবাদত পালন করে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে পরিবার পরিজনকে নেকীর হেদায়ত এবং অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদেরকে ইলম ও আদব শিক্ষা দিয়ে (নিজেকে ও নিজের পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও)। ﴿৫﴾ সন্তান যখন গুনাহ থেকে তাওবা করে, নেক কাজে মশগুল হয় তখন মৃত পিতামাতার কবরে এর বরকত পৌঁছে থাকে। যেমনটি; মাদানী বাহারের যুবক স্বপ্নে মরহুম পিতামাতাকে আযাবে লিপ্ত দেখেছে, যখন তাওবা করলো এবং সত্য পথ অবলম্বন করলো, তখন সেই পিতামাতাকে ভালো অবস্থায় দেখানো হলো। অতএব গুনাহ সম্পাদনকারী সন্তানের উচিত যে, এ জন্যও তাওবা করে নেয়া যেনো তার মরহুম পিতামাতা কবরে ব্যথিত না হয়। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন;

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থাপন করা হয় আর শুক্রবার দিন আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) ও পিতামাতার সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাঁরা তাদের নেকী দেখে খুশি হন আর তাদের চেহারায় শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, অতএব তোমরা **আল্লাহ পাকে**ক ভয় করতে থাকো আর তোমাদের মৃতদেরকে কষ্ট দিও না।"

(নাওয়াদিরুল উছুল, ১/৬৭১, হাদীস: ৯২৫)

মরহুম পিতামাতার প্রতি সন্তানের আমল উপস্থাপন

সন্তানদের আমল মরহুম পিতামাতাকে উপস্থাপনের ব্যাপারে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**উয়ুনুল হিকায়াত (২য় খন্ড)**" এর ৩৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা সামান্য পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করা হলো। অতএব হযরত সাদাকাহ বিন সুলায়মান জাফরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার যৌবনের প্রারম্ভিক সময় ছিলো আর আমি মন্দ স্বভাব ও দুনিয়ার রঙে বিভোর ছিলাম, কিন্তু যখন আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের ইন্তিকাল হলো তখন আমার মনে দাগ কেটে গেলো। আমি আমার অতীতের গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করে নিলাম আর নেকীর প্রতি ধাবিত হয়ে গেলাম। নফসের তাড়নায় একদিন আবারো কোন মন্দ কাজ করে ফেললাম, সেই রাতেই মরহুম আব্বাজান স্বপ্নে এসে বললেন: "আমার সন্তান! তোমার আমল আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই, কেননা তা নেককার লোকদের আমলের মতোই হয়ে থাকে, কিন্তু এবার যখন তোমার আমল উপস্থাপন

www.dawateislami.net

করা হলো, তখন আমাকে অত্যন্ত লজ্জার সম্মুখীন হতে হলো। **আল্লাহ**র ওয়াস্তে! আমাকে আমার মৃত বন্ধুদের সামনে লজ্জিত করো না।" ব্যস! এই স্বপ্নের পর আমার জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো, আমি ভীত হয়ে গেলাম এবং তাওবার উপর অটল রইলাম। এই ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন: তাহাজ্জুদের নামাযে আমি হযরত সাদাকাহ বিন সুলায়মান জাফরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এভাবে মুনাজাত করতে শুনতাম: হে নেককারদের সংশোধনকারী! হে বিপথগামীদের সরল পথে পরিচালনাকারী! হে গুনাহগারদের প্রতি দয়া বর্ষণকারী! আমি তোমার কাছে এমন তাওবার প্রার্থনা করছি, যার পর আর কখনো যেনো গুনাহের দিকে না যাই, কখনো অসৎকাজ ও অত্যাচারের দিকে যেনো চোখ তুলেও না দেখি, হে খালিক ও মালিক! আমাকে **সত্যিকারের তাওবা** করার তৌফিক দান করো।

(উয়ুনুল হিকায়াত, ৪০১ পৃষ্ঠা)

নফস ও শয়তান হো গেয়ে গালিব
উন কে চুঙ্গল সে তু ছোড়া ইয়া রব
কর কে তাওবা মে ফির গুনাহো মে
হো হি জাতা হো মুবতালা ইয়া রব
নীমে জাঁ কর দিয়া গুনাহোঁ নে
মরযে ইচইয়া সে দেয় শিফা ইয়া রব

নাচকে জায়িয বলা কেমন?

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "**কুফরীয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল ও জাওয়াব**" এর ৪০৩ - ৪০৪ পৃষ্ঠা থেকে খুবই উপকারী প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন: **প্রশ্ন:**

www.dawateislami.net

"প্রচলিত নাচকে জায়িয বলা" কেমন? **উত্তর:** ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: যে ব্যক্তি নৃত্য করাকে জায়িয মনে করে, তার উপর **কুফরের হুকুম** বার্তাবে। (দুররে মুখতার, ৬/৩৯৬) এখানে **নৃত্য** উদ্দেশ্য হলো কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি সহকারে করা নৃত্য (নাচ), যা শরীয়ত মতে **নাজায়িয**। ইশকে হাকিকি বা প্রকৃত প্রেমানূভূতিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে দুলতে থাকা, মগ্নতায় বিভোর হওয়া বা তাওয়াজুদ তথা আশিকানে **খোদা ও রাসূলের** সত্যিকার প্রেমে মত্ততার একনিষ্ঠ অনুকরণ مَعَاذَالله কুফরী নয়, বরং পরিপূর্ণ সৌভাগ্যই।

মুঝে নাচ গানে সে নফরত আতা হো
মেরি মাগফিরাত বে হিসাব এ্যয় খোদা হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net